10. হিউগেনটস কারা ছিলেন ?

→ 1564 খ্রিষ্টাব্দে সমন ক্যালভিনের মৃত্যু হলে তাদের প্রায় ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। নুসারের ভাষায় এটি হল 'সমস্ত ফ্রান্সকে রক্তাপ্লুত করবে'। জার্মানিতে লীগ বিভাজন হওয়ার পরে রাজন্য বর্গের মধ্যে শুরু আরম্ভ হয়েছিল যার ফলে ধর্মীয় স্বাধীনতার দাবি সমস্যার প্রতি মানুষের অন্তরের প্রকাশের আর অবকাশ থাকেনি। কিন্তু ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে উদারনীতির বিরোধ চরমরূপ লাভ করায় জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে, ফলে 1562 খ্রি. থেকে 1574 খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সে অধিকারের বেশি গৃহযুদ্ধ দেখা দিয়েছিল এবং শেষে বার্থোলোমিউ-এর হত্যাকাণ্ডের মত নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটতে দেখা যায়। এতে শুধুমাত্র সুদৃঢ় সরকার বাধাগ্রস্ত হয়েছিল তা নয়, বরং সভ্যতাকেও বিপন্ন করেছিল। ষোড়শ শতকে ফ্রান্সে অত্যন্ত রাজনৈতিক দর্শনের উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং পরবর্তী শতকে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধে সে মতবাদ বিস্তৃতি লাভ করে তার বিরুদ্ধে এমনটাই প্রথম দেখা দিয়েছিল। প্রতিরোধ অধিকারের সমর্থনে গণ অধিকারের তত্ত্ব এবং জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে ফ্রান্সে সর্বপ্রথম আত্ম প্রকাশ করে।

নানা পার্থক্য সত্ত্বেও ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিকাশের ধারা মোটামুটি একই ছিল। উভয়দেশেই নতুন রাজতন্ত্র ছিল জাতীয় ঐক্যের মূলমন্ত্র এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রীভূত সরকারের উৎস। তবে ইংল্যান্ডের রাজশক্তির কাজ করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। কারণ সেখানে প্রাদেশিক ও স্থানীয় স্বাধীনতার দাবি ছিল অনেকটা সঙ্কুচিত। অন্যদিকে ফ্রান্সে শুধুমাত্র গৃহযুদ্ধের পর রাজশক্তি প্রাধান্য লাভ করতে থাকে এবং ফ্রান্সের সুসংহত সুবিধার ক্ষেত্রে অতটা সক্ষম থাকায় জাতীয় জীবনে গভীর

সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। ফ্রান্সে ষোড়শ শতকের শেষভাগে একেশ্বর রাজতন্ত্র গড়ে ওঠে। সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্রের বিরোধীতা দেখা দেয় যা সংসদ রাজা ও জাতীয় পার্লামেন্টের সংঘাত রূপে হয়ে ওঠে। রাজার একেশ্বর ক্ষমতার বিরোধীতা, জাতীয় পার্লামেন্টের প্রভাব বৃদ্ধিতায় পরিবর্তিত হয়। ক্যাথেরাইন ফ্রান্সের যে কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির প্রশংসা করেছিলেন তা ষোড়শ শতকের শেষভাগে এসে নানা দিকে দুর্বল হয়েছিল। সংসদ রাজশক্তি যে উচ্চ-মধ্য-নিম্ন শ্রেণীর সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল তা হারাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। মধ্যযুগের প্রতিষ্ঠান সমূহের বিশেষত প্রদেশ সমূহের বিশেষ অধিকার, অভিজাত শ্রেণী ও অন্যান্য বিভাগের স্বার্থ সম্পর্কিত সংস্থাগুলির সুযোগ সুবিধার দাবী সাংবিধানিক কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রের ক্ষমতাকে খর্ব করতে থাকে। অবশ্য এই সমস্যার কোনোটাই ক্রান্তীয় ও ক্যালভিনীয় গোষ্ঠীর নিজস্ব সমস্যা ছিল না। কিন্তু তখুনি উভয় গোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে এই সব সমস্যার সুযোগ গ্রহণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফ্রান্সে যেসব ক্যাথলিক ক্যালভিন পন্থীরা ছিলেন তাদের মধ্যে একটা অংশ 'হিউগেনট' নামে পরিচিত।

ফ্রান্সের প্রধান দুর্বলতা ছিল এরা সব সময়ই স্থানীয় সুযোগ সুবিধার দাবীদার হলেও রাজার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক বিবর্তনের যে স্থানীয় রূপ প্রবর্তিত হয় তা হল ক্যাথলিক অধ্যুষিত অঞ্চল শান্ত হওয়ায় রাজা হুগেনটদের পর দুর্বল না হয়ে বরং, শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অবশেষে একেশ্বর রাজতন্ত্রের নীতিতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ সম্ভবপর হয়। ধর্মের ক্ষেত্রে জেসুইটদের সমর্থিত পোপদের বিরুদ্ধে ক্যালভিনীয় মতবাদের বিজয় সূচিত হয়। ফলশ্রুতির সময় ফ্রান্সে রচিত বিতর্ক মূলক সাহিত্য দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু রচনা রাজকীয় পদের পবিত্রতাকে সমর্থন করে এবং এই ধারা থেকে ষোড়শ শতকের শেষে রাজার ঐশ্বরিক অধিকার দানা বাঁধে। অন্যদিকে এই সময় রাজতন্ত্র বিরোধী নানা মতবাদ প্রচলিত ছিল যা মানুষ বা সমাজকে রাজকীয় ক্ষমতার উৎস বলে মনে করত। এই রাজতন্ত্র বিরোধী তত্ত্বের প্রথম বিকাশ ঘটে ফ্রান্সের ক্যালভিন ক্যালভিন পন্থী বা হিউগেনটদের হাতে।